দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ৯/৯/৯১ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

14

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা দরকার : স্পীকার

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

স্পীকার আবদুর রহমান বিশ্বাস পরিকল্পনার কথা কেবল কাগজ-কলমে সীমাবদ্ধ না রেখে দু'হাজার সাল নাগাদ সকলের জন্য শিক্ষার

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা দরকার : স্পীকার

(প্রথম পৃঃ পর)

লক্ষ্য অর্জনে সরকারী, বিরোধী ও নিরপেক্ষ দল নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে রোববার সন্ধ্যায় এক সেমিনারে স্পীকার এই আহবান জানান। গতকাল আলোচনা, সেমিনার ও নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন সংগঠন এই দিবস পালন করে।

স্থানীয় একটি হোটেলে গত সন্ধ্যায় লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল জেলা ৩১৫ 'এর উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে স্পীকার আবদুর রহমান বিশ্বাস প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। এতে মূল বক্তা ছিলেন প্রফেসর আনিসুজ্জামান। উদ্যোক্তা সংগঠনের জেলা গবর্নর জালাল আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে এর চেয়ারম্যান আতাউল করিম স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে প্রণীত এবারের জাতীয় বাজেটের কথা উল্লেখ করে স্পীকার আবদুর রহমান বিশ্বাস বলেন, বাজেটে অবশ্য শিক্ষা খাতে সবচেয়ে বেশী বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। একথা স্বীকার্য, যে দেশে জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে যত বেশী বরাদ্দ থাকে সে দেশে শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন তত বেশী দ্রুত হয়। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার শিক্ষাকেই সবচেয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। দু' হাজার সাল নাগাদ সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা অনেকের কাছে অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হতে পারে। সকল কূপমন্ডুকতা পরিহার করে সংকল্পে দৃঢ় থেকে কাজের গতি বাড়াতে পারলে আগামী নয় বছর সময়ে তা অর্জন করা অসম্ভব ব্যাপারনয়।

স্পীকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথা উল্লেখ করে বলেন, এ ব্যাপারে আইন প্রণয়ন তো অনেক আগেই করা হয়েছে। কিন্তু এর বাস্তবায়ন কেবল রাজনৈতিক বক্তৃতার মাধ্যমে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। একা সরকারের পক্ষে তা করাও সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। জাতির সাধারণ কতকগুলো বিষয় থাকে যার জন্য সকল দল ও সর্বশ্রেণীর মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

প্রফেসর আনিসুজ্জামান গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে এসে আমাদের শিক্ষার হার শতকরা মাত্র ২৪ ভাগ এটা সমগ্র জাতির জন্য লজ্জার বিষয়। এই লজ্জা দূর করতে না পারলে আমাদের অগ্রগতি ও মুক্তি সম্ভব নয়। জ্ঞান-তাপস ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ টিপ সই দেয়াকে জাতীয় দাসত্ব বলে বিবেচনা করতেন।

তিনি শতকরা একশত লোককে শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে সকল পরিকল্পনা ঢেলে সাজাতে সরকারের প্রতি আহবান জানান।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কথা উল্লেখ করে প্রফেসর আনিসুজ্জামান বলেন, মাত্র ৫টি ছাত্র সংগঠন এই সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত। আর তাদের পেছনে রয়েছে সরকারী দল, প্রধান বিরোধী দল ও অপ্রধান রাজনৈতিক দল। নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান-উত্তর নির্বাচিত জাতীয় সংসদে যে জাতীয় ঐক্য চেতনা নিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংবিধানের দ্বাদশ ও একাদশ সংশোধনী পাস করা হয়েছে—শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধের জন্য অনুরূপ জাতীয় ঐক্য চেতনা দরকার। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ না হলে জাতি পঙ্গু হয়ে যাবে।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতি মিরপুরে অবস্থিত ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আদর্শ বিদ্যাপীঠে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। বিদ্যাপীঠের চেয়ারম্যান এ এফ এম সফিউল্লাহ এতে সভাপতিত্ব করেন এবং আলোচনায় অংশ নেন ডঃ আবদুল্লাহ আল-মূতী শরফুদ্দিন, জাতিসংঘ সমিতির মহাসচিব সৈয়দ আহমদ হোসেন, বেগম হোসনে আরা চৌধুরী, বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক আবদুল আউয়াল সিদ্দিকী প্রমুখ।

জননাট্য সংঘ এদিন নারিন্দায় শিশুদের মধ্যে আদর্শলিপি বিতরণ ও রামপুরায় শিক্ষামূলক উন্মুক্ত নাটক পরিবেশন করে।